বিমল চৌধুরী (১৯৩৭-)

গল্প

পিকনিকের মতো রাত
দীপক, সতীশ, রথীন
আর আমি।
পুব থেকে পশ্চিম উত্তর থেকে দক্ষিণ
দিগন্তবিস্তার বসন্ত বাতাসে
থই থই জ্যোৎস্না,
ছোটো ছোটো গাছেরা দীর্ঘ ছায়া ফেলে
বনস্পতি হয়ে নিথর দাঁড়িয়ে।

ননি পালের সংসারের মতো
নিটোল পরিতৃপ্তি মাখা মুখে
রেবাদি তার স্বামীকে বল :
তাহলে আমিই গিনিপিগ হব?
হে হৃদয়, স্মৃতি সুধায় তোমার
পাত্রখানি ভরা থাক।
রাতের পিকনিক
যেদিকে চোখ যায় নিরুষ্ণ সময়
দীপক সতীশ রথীন
আর আমি।

বরাক ব্রিজের নীচে আমি

ভর সন্ধেবেলায় বরাক ব্রিজের নীলাভ আকাশ প্রদীপের
নীচে দাঁড়িয়ে আমি যখন
স্তিমিত বালুচরের দিকে তাকিয়ে থাকি,
স্বাদে-গন্ধে লোভনীয় তুমি তখন মধ্য শহরের
কোনো মনোহারী দোকানের কাউন্টারে
একটু অবনত হয়ে
অনায়াসে বলতে পার :
'ছ'টা হেয়ার ক্লিপ দিন তো।'
একজন উদীয়মানা অভিনেত্রী আমাকে বলেছিলেন :
'সারা রং, পাখির গান আর জুঁই ফুলের গন্ধ
আমি খুব ভালোবাসি।'

আজকাল চায়ের টেবিল ঘিরে
বড্ড উত্তেজনা আর ভিড়।
উত্তর কৈশোরে পা-দেওয়া রণজিৎ পাঞ্জার লড়াইয়ে
একে একে সবাইকে হারিয়ে দিয়ে
ছানার পায়েস খাচ্ছিল। বলছিল :
'জানিস তিন তিনটে মেয়ে আমাকে
বলেছিলেন: 'যতক্ষণ ফ্রিজে আছ,
পিটিয়ে খেলো হে।'

বসন্ত বাতাস বিয়ে বাড়িগুলো থেকে ভেসে আসা
ঢোল আর বাঁশির বেসুরো আওয়াজে
থিক থিক করছে।
কলাবতী রাগে কে যেন গাইছে :
'মরমিয়া গো, মরমের কথা জান না।'

এক অবসরপ্রাপ্ত জননেতা আমাকে সখেদে
বলেছিলেন 'শেষপর্যন্ত হেরে গেলাম
মর্যাদার লড়াইয়ে আমি তলিয়ে গেলাম।'

আমার জন্ম

লিখে রাখো কৃষ্ণপক্ষ মার্গশীর্ষ নবম দিবস
নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর: দণ্ড তিথি অক্ষাংশ দ্রাঘিমা
অন্তঃসত্ত্বা অন্ধকার থেকে এক টুকরো আলো
শিয়রে মায়ের হাত শুয়ে আছে নিশ্চিত শয্যায়।

তুলসীর মঞ্চ ঘেঁষে পূবদিকে ডালিম তলায়
রমণীর হুলুধ্বনি সমবেত মঙ্গল মঙ্গল
হিমেল হেমন্ত সন্ধ্যা সেদ্ধ ধানে ম ম উঠোনের
মাঝখানে বিছানো শীতলপাটি টুংটাং কথা
হাতে হাতে গুয়াপান রসসিক্ত স্বাগত জীবন।

সর্ষেপোড়া তীব্রগন্ধ ওপাশে আঁতুড় ঘর ছেয়ে
কাজললতায় স্নেহ, একফালি হরিণের শিং
টুপটাপ ওয়াঁ মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান
র‍্যাপার জড়ানো গায়ে মুনিষেরা হাসাহাসি করে।

জন্মলগ্নে সকলের উদ্ভাসিত চাঁদ ছিল, মাগো
তালপুকুরের ঢেউ মৃদুদোলা, কাঁপায় স্মরণ।